সাপ্তাহিক ২০০০

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

সম্পাদকীয়

আমরা তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম, ক্ষুদ্র দেশে বাস করি। দেশের মানুষগুলো শীর্ণ, দরিদ্র। এই মানুষগুলো বুকে আশা বেঁধে রাজনীতিবিদদের ভোট দেয়। ভোটে জিতে সংসদে যায় তারা । মন্ত্রী হয়। রাজনৈতিক নেতারা মন্ত্রী হয়ে ডুবে থাকে ভোগ বিলাসে। দেশে একজন মন্ত্রীর পেছনে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ১০ থেকে ১২ লাখ টাকা ব্যয় হয়। দেশে এখন ৬০ জন মন্ত্রী। ২৮ জন পূর্ণ মন্ত্রী, ২৮ জন প্রতিমন্ত্রী, ৪ জন উপমন্ত্রী। এই বিশাল মন্ত্রিসভা চালাতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বছরে ৮৪ কোটি টাকা খরচ হয়। পাঁচ বছরে খরচ হবে ৪২০ কোটি টাকা। একজন মন্ত্রী সরকারের কাছ থেকে গাড়ি পায়, বাড়ি পায়। বাসভবন সজ্জিত করতে পায় লাখ টাকা। তাদের আত্মীয়স্বজনের নানা বিশেষ সুবিধা। অর্থমন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক মন্দার কথা বলে বন্ধ করে দিচ্ছেন অলাভজনক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। বেকার হচ্ছে শ্রমিক। অথচ তিনি তার বিশাল মন্ত্রিসভা নিয়ে কখনই একটি বাক্য বলেননি। দরিদ্র জনগণের অর্থে পরিচালিত মন্ত্রীরা এখন ব্যস্ত ডিনার পার্টি, বিবাহোৎসব, উদ্বোধনে যেতে। জনগণের দুঃখ তাদের স্পর্শ করে না।

একটি পার্কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চারজন মন্ত্রী উপস্থিত হলেন। একজন নাম পরিচয়হীন চিত্রশিল্পীর প্রদর্শনী উদ্বোধনীতে এলেন দুই মন্ত্রী। একজন পূর্ণ, অপর জন প্রতি। এক মন্ত্রী ছুটছেন অপর মন্ত্রীর ডিনার পার্টিতে। প্রতিদিন বিবাহোৎসবে তারা হাজির হচ্ছেন। এলাকায় গিয়ে উদ্বোধন করে জনগণকে উন্নয়নে জোয়ারে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। ডাক ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী এক সপ্তাহে তার এলাকায় ৮টি পোস্ট অফিস উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধন করেছেন ফ্যাক্স মেশিন। বন্যাকালীন কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী ইমলামী ইয়্যুথ ফোরামে সম্মেলন করতে ১৩ দিন কাটিয়ে এসেছেন। ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে মন্ত্রীরা ক্রমেই হয়ে পড়েন জনবিচ্ছিন্ন। পরের নির্বাচনে হয় তাদের শোচনীয় পরাজয়। ক্ষমতার বাইরে গিয়ে তাদের দুর্নীতি মামলায় হাজিরা দিতেই সময় চলে যায়।

একটি সরকারের পাঁচ বছর দেশ পরিচালনা করতে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা খরচ হয়। এই বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিগত দিনে ছয়টি দীর্ঘমেয়াদি সরকার দেশ পরিচালনা করেছে। তারা কথায় ভাসিয়ে দিয়েছে উন্নয়নের জোয়ারে। হিসাবের খাতায় এসেছে শূন্য। ইউএনডিবির এ বছর প্রকাশিত মানব উন্নয়ন জরিপে বাংলাদেশের স্থান ১৪৫ তম। আফ্রিকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর কেবল ওপরে। দুর্নীতিতে এখন এ দেশ শীর্ষে। ট্রান্সপারেন্সি অব ইন্টারন্যাশনালের এ বছরের জরিপে দেখা গেছে, দুর্নীতির কারণে গত অর্থবছরে দুই হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এই দুর্নীতির মদত দিয়েছেন, আমাদের রাজনৈতিক নেতা, আমলারা।

দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হচ্ছে। বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। দখল, খুন, অপহরণ সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত ও তাদের অর্থে পরিচালিত জোট সরকারের মন্ত্রীদের এ দেশের হতদরিদ্র মানুষের এই দুরবস্থার কথা ভাবতে হবে। দিতে হবে একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা। এ প্রতিশ্রুতি নির্বাচনের পূর্বে তারা জনগণকে দিয়েছিলেন।